ভোরের কাগজ
28 MAR 2003

এসএসসি : সরজমিন নীলফামারী-রংপুর

নকল ঠেকাতে প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষিত হলো সচিবের চিঠিতে

মোশাররফ বাবলু : রাজশাহী বোর্ডের অধীনে নীলফামারী ও রংপুর জেলার অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার্থীদের হল গেটে তল্লাশি ও নকল পাওয়া গেলে বহিষ্কারের নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। এই নির্দেশটি ছিল শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর। কিন্তু শিক্ষা সচিবের একটি চিঠি পেয়ে কেন্দ্র সচিব ও শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করার পর নকল পেলেও ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো কোনো কেন্দ্রে তল্লাশিও করা হয়নি। ফলে পরীক্ষার্থীরা হলের ভিতর নকল নিয়ে প্রবেশ করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার প্রথম দিনে নীলফামারী ও রংপুর জেলার কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে এই চিত্র দেখা গেছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন গত এক মাস ধরে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ করেছেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী• প্রতিটি

প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন নিজে [illegible] ভোরের কাগজ

নকল ঠেকাতে প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

সমাবেশে ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইন কার্যকর করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এই আইনের আওতায় পরীক্ষা কেন্দ্রের হল গেটে তল্লাশিকালে নকল পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই বহিষ্কার করতে হবে। পরীক্ষা চলাকালীন সময় পাওয়া গেলে বহিষ্কার ও গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হবে। কিন্তু গতকাল ইংরেজি প্রথমপত্র পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নীলফামারী ও রংপুর জেলার কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্র সচিব ও শিক্ষকরা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। শিক্ষকদের ব্যর্থতার কারণে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৪ জন শিক্ষককে কেন্দ্রের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। তবে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা মাদ্রাসা কেন্দ্রে নকলের সহযোগিতা করায় ১ জন শিক্ষককে বহিষ্কার ও সঙ্গে সঙ্গেই জেলে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও নীলফামারী জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন গতকাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা তাদের রেজিস্ট্রেশন সিট পূরণ করছিল। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দিতে আর মাত্র ১২ মিনিট বাকি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, কেউ নকল আনলে ফেলে দাও। ১ মিনিট সময় দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা নকলের কাগজ ফেলে দেয়। কয়েকব্যাগ নকল পাওয়া যায়। এ সময় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে জেলার ডিসি, এসপিসহ একদল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এই কেন্দ্রের সচিব শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে বলেন, স্যার গেটে তল্লাশি করা হয়েছে। তবে মন্ত্রী জেলার ডিসি, এসপি, ম্যাজিস্ট্রেটকে নকলের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রছাত্রী, কিংবা শিক্ষকদের বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কিশোরীগঞ্জ থানার কিশোরীগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কেন্দ্র সচিব মজিবুর রহমান বলেন, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তল্লাশি করে হলে ঢুকানো হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে জলঢাকা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে গেলে কেন্দ্র সচিব মোঃ আবুল হোসেন বলেন, তল্লাশি করে যেসব নকল পাওয়া গেছে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবে জলঢাকা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ৪ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রীদের রোল হচ্ছে য-১৬৭৪৫১, ১৬৭৬২১, ১৬৭৭৩৩, ১৬৭৪৫৪, ৩১৫৭১৭। প্রতিমন্ত্রী এ কেন্দ্রে গিয়ে পুনরায় ছাত্রছাত্রীদের তল্লাশি করতে বলেন। ১ মিনিট সময় দিয়ে প্রত্যেককে নকলের কাগজ ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। তবে তল্লাশি করে যেসব নকল পাওয়া গেছে তা বস্তায় ভরে নিয়ে আসা হয়।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার তারাগঞ্জ ও/এ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। রাস্তার দুপাশে ২০০ গজের মধ্যে কাউকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য বাঁশ বেঁধে রাখা হয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বাঁশের ব্যারিকেড লাফ দিয়ে দৌড়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। হলে গিয়েই ছাত্রছাত্রীদের দেহ তল্লাশি করার জন্য মন্ত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্দেশ দেন। তল্লাশি শুরু হলে নকলের কাগজ পাওয়া যায়। প্রতিমন্ত্রী নকলের কপি দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। শিক্ষকদের কঠোর ভাষায় বলেন, গেটে ভালোভাবে তল্লাশি হলে পরীক্ষার্থীরা নকল নিয়ে প্রবেশ করে কিভাবে? মন্ত্রী অবিলম্বে শিক্ষকদের ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইন কার্যকর করতে নির্দেশ দেন। তবে এই কেন্দ্রে হলে গেটে একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত ছাত্রের রোল-৩৫৭৮৮৯।

অন্যদিকে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর মাদ্রাসা কেন্দ্রের ১ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করে সঙ্গে সঙ্গেই জেলে পাঠানো হয়েছে। বহিষ্কৃত শিক্ষকের স্ত্রী পরীক্ষার্থী ছিলেন। স্ত্রীকে নকলের সহযোগিতা করতে গিয়ে তিনি বহিষ্কার হয়েছেন বলে জানা গেছে।